বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬

(২০১৬ সনের ১ নং আইন)

The Bangladesh Cha Sramik Kallyan Fund Ordinance, 1986 রহিতক্রমে উহা পুনঃ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন), অতঃপর "পঞ্চদশ সংশোধনী" বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বিলুপ্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সনের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ, অতঃপর "উক্ত অধ্যাদেশসমূহ" বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহ কার্যকারিতা হারাইয়াছে; এবং

যেহেতু সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে উক্ত অধ্যাদেশসমূহ কার্যকারিতা হারাইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহ এবং উহাদের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, উপ -আইন, ইত্যাদি প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন, জনগণের অধিকার সংরক্ষণ এবং বহাল ও অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্ত, জনস্বার্থে, উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতাপ্রদান করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু দীর্ঘ সময় পূর্বে জারীকৃত উক্ত অধ্যাদেশসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক যথাসময়ে নূতনভাবে আইন প্রণয়ন করা সময় সাপেক্ষে; এবং

যেহেতু পঞ্চদশ সংশোধনী এবং সুপ্রীম-কোর্টের আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়ের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট আইনী শূন্যতা সমাধানকল্পে সংসদ অধিবেশনে না থাকাবস্থায় আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় তিনি ২১ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ২০১৩ সনের ২ নং অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিয়াছেন; এবং

যেহেতু সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখিবার স্বার্থে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭নং আইন) প্রণীত হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেইগুলি সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে The Bangladesh Cha Sramik Kallyan Fund Ordinance, 1986 (Ordinance No. LXII of 1986) শীর্ষক অধ্যাদেশটি রহিতক্রমে উহার বিষয়বস্তুর আলোকে নূতনভাবে আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বাংলাদেশের চা বাগানে কর্মরত সকল স্থায়ী চা শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,

(১) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(২) "তহবিল" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল;

(৩) "পরিবার" অর্থ-

(ক) কোন পুরুষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে, তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ, এবং মহিলা শ্রমিকের ক্ষেত্রে, তাহার স্বামী;

(খ) কোন শ্রমিকের অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠারো) বৎসর বয়সের বৈধ ওসৎ সন্তানগণ;

(গ) কোন শ্রমিকের সহিত একত্রে বসবাসরত ও তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ১৮ (আঠারো) বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়সের বৈধ ও সৎ সন্তানগণ; এবং

(ঘ) কোন শ্রমিকের সহিত একত্রে বসবাসরত ও তাহার উপর নির্ভরশীল পিতা-মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র এবং দৌহিত্রীগণ;

(৪) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৫) "বোর্ড" অর্থ তহবিলের পরিচালনা বোর্ড;

(৬) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য; এবং

(৭) "শ্রমিক" অর্থ বাংলাদেশের চা বাগানে কর্মরত কোন চা শ্রমিক।

আইনের প্রাধান্য

৩। অন্য কোন আইন, বিধি, আদেশ, প্রজ্ঞাপন, চুক্তি বা দলিলাদিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন এবং উহার অধীন প্রণীত প্রবিধানের বিধান কার্যকর থাকিবে, তবে ইহার অধীন কোন কিছুই কোন শ্রমিকের অবসর গ্রহণ বা অক্ষমতা বা মৃত্যুর কারণে তাহার বা তাহার পরিবারের কোন পেনশন, ভবিষ্য

তহবিল, গ্র্যাচুইটি বা অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্তির বিদ্যমান অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

পরিচালনা বোর্ড গঠন

৪। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড, পদাধিকারবলে, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বাংলাদেশ চা সংসদের সদস্যগণের মধ্য হইতে ২ (দুই) জনপ্রতিনিধি;

(গ) বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যগণের মধ্য হইতে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(ঘ) শ্রম পরিদপ্তরের ১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি;

(ঙ) চা বাগান বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ১ (এক) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি;

(চ) বাংলাদেশ চা বোর্ডের ১ (এক) জন কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) ব্যতীত অন্যান্য দফাসমূহে উল্লিখিত সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন তাহাদের নিযুক্তির তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুন না কেন, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেও কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) বোর্ডের কোন সদস্য চেয়ারম্যান বরাবর স্বহস্তে লিখিত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

বোর্ডের সভা

৫। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।